[২০১৮] ৭ এস.সি.আর. ১০৫০

লোক প্রহরী,

সাধারণ সচিব এস. এন. শুক্লা এর দ্বারা এবং আরেকজন

বনাম

ভারতীয় ইউনিয়ন এর সচিব এর মাধ্যমে এবং অন্যান্যরা

(২০১৮ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৩৭৯৮)

১৬ইএপ্রিল,২০১৮

[জে. চেলামেশ্বর এবং সঞ্জয় কিষাণ কৌল,বিচারপতিদ্বয়]

সংসদ সদস্যদের বেতন, ভাতা ও পেনশন আইন, ১৯৫৪ – ধারা ৮ক, ৮কগ, ৬খ(১), ৬খ(২) এবং ৮কক – ১৯৫৪ সালের আইনে প্রাক্তন সংসদ সদস্য এবং তাদের সহযোগীদের (অর্থাৎ পত্নী/সঙ্গী/নির্ভরশীল) পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা এবং সংসদ সদস্য ও তাদের সহযোগীদের বিনামূল্যে ভ্রমণের অধিকার প্রদানকারী সংশোধনী – আপিলকারী কর্তৃক হাইকোর্টে দায়ের করা রিট পিটিশন, সংশোধনীগুলির সাংবিধানিক বৈধতাকে বিরোধিতা করে, খারিজ – আপিলে, রায়: সংবিধানে কিছু নির্দিষ্ট সাংবিধানিক পদাধিকারীদের পেনশন প্রদানের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা এবং অন্যদের না থাকা, এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে না যে সংবিধান নীরব থেকে সেই সাংবিধানিক পদাধিকারীদের পেনশন প্রদান নিষিদ্ধ করে – সংবিধান প্রণেতারা বিশ্বাস করতেন যে কিছু পদে উচ্চতর মাত্রার সুরক্ষার প্রয়োজন, তাদের পদাধিকারীদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত বৃহত্তর মাত্রার স্বাধীনতার প্রতি লক্ষ্য রেখে – শর্তাবলী সাপেক্ষে একজন ব্যক্তি সাংবিধানিক পদে নিযুক্ত বা নির্বাচিত হন তা নীতিগত পছন্দের বিষয় – উপযুক্ত আইনসভা সেই শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য সাংবিধানিকভাবে মনোনীত কর্তৃপক্ষ হবে – সপ্তম তফসিলের তালিকা-I এর ৭৩ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সংসদ সদস্যদের "ভাতা" অভিব্যক্তিটি সংসদ সদস্য বা প্রাক্তন সংসদ সদস্যদের বিতর্কিত বিধানগুলির আওতায় থাকা "পেনশন" এবং অন্যান্য সুবিধাগুলির অর্থ প্রদানকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট ব্যাপক – অন্যথায়ও তালিকা-I এর ৯৭ নং অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদের কর্তৃত্ব বিতর্কিত আইনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট ব্যাপক – ভারতের সংবিধান - অনুচ্ছেদ ১৪, ১০৬ এবং অনুচ্ছেদ ৫৯(৩), ১৫৮(৩), ৭৫(৬), ১৬৪(৫), ৯৭, ১৮, ১২৫(২), ২২১(২), ১৪৮(৩), ৩২২ এবং ৩২৪(৫) – রাষ্ট্রপতির বেতন ও পেনশন আইন, ১৯৫১ – ধারা ২ – উপরাষ্ট্রপতির পেনশন আইন, ১৯৯৭ –

লোক প্রহরী, সাধারণ সচিব এস. এন. শুক্লা এর দ্বারা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এর সচিব এর মাধ্যমে ১০৫১

কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেলের (কর্তব্য, ক্ষমতা ও চাকরির শর্তাবলী) আইন, ১৯৭১ – নির্বাচন কমিশন (নির্বাচন কমিশনারদের চাকরির শর্তাবলী ও কার্য পরিচালনা) আইন, ১৯৯১।

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করে:১.১ সংসদ সদস্যদের বেতন, ভাতা ও পেনশন আইন, ১৯৫৪-এর ধারা ৮ক (ক) প্রাক্তন সংসদ সদস্যদের এবং (খ) তাদের মৃত্যুর পর, তাদের নিজ নিজ পত্নীদের পেনশন প্রদান করে। ধারা ৮কগ সংসদ সদস্যের মৃত্যুর পর তার পত্নীকে পারিবারিক পেনশন প্রদান করে। মূলত প্রণীত ধারা ৮ক অনুযায়ী, পেনশন পাওয়ার যোগ্য হতে একজন সংসদ সদস্যকে সংসদে চার বছরের মেয়াদ পূর্ণ করতে হত। কিন্তু ২০০৪ সালের ৯ নং সংশোধনী আইন দ্বারা তা পূর্বাহ্নিক প্রভাব সহ বাতিল করা হয়। ধারা ৬খ(১) সকল সংসদ সদস্যকে পত্নী/সঙ্গী সহ ভারতের যে কোনও স্থান থেকে ভারতের যে কোনও স্থানে ট্রেনে সীমাহীন ভ্রমণের অধিকার প্রদান করে। ধারা ৬খ(২) সংসদ সদস্যের স্বাভাবিক বাসস্থান থেকে দিল্লি এবং ফেরত বছরে ৮টি পর্যন্ত বিমান যাত্রা প্রদান করে যখন সংসদ অধিবেশন থাকে এবং সংসদ সদস্যের পত্নীকে বছরে যে কোনও সময় প্রথম শ্রেণীর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় সীমাহীন ট্রেন ভ্রমণের সুবিধা দেয়। ধারা ৮কক প্রাক্তন সংসদ সদস্য এবং তাদের সহযোগীদের (অর্থাৎ পত্নী/সঙ্গী/নির্ভরশীল) ভ্রমণের সুবিধা প্রদান করে। এটি প্রাক্তন সংসদ সদস্যের সাথে সকল ট্রেন যাত্রায় একজন ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট এবং পত্নী/সঙ্গী সহ ভারতের যে কোনও স্থান থেকে ভারতের যে কোনও স্থানে ট্রেনে সীমাহীন বিনামূল্যে ভ্রমণের সুবিধা দেয়। [অনুচ্ছেদ ১৭] [১০৬০-ডি, ই; ১০৬১-এ-বি, সি]

১.২.আপিলকারীদের দাখিল ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে যে সংবিধানের কিছু বিধান এই আদালতের বিচারকদের মতো সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পেনশন প্রদানের নির্দেশ দেয়। প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির সঠিক ও যথাযথ ব্যাখ্যা পেনশন প্রদানের নির্দেশ দেয় না। তারা কেবল সেই পেনশনকে রক্ষা করে যা কোনও ব্যক্তিকে সেই পদগুলির মধ্যে কোনও একটিতে নিয়োগের তারিখে প্রযোজ্য প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনে প্রদেয়, এই ঘোষণা করে যে সেই শর্তটি তার নিয়োগের পরে কোনও ব্যক্তির ক্ষতির জন্য পরিবর্তন করা যাবে না। তবে, এই ধরনের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পেনশন প্রদানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সেই পদগুলির সাথে প্রাসঙ্গিক সংবিধানের সামগ্রিক কাঠামোর প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্তর্নিহিতভাবে উদ্‌ভূত হতে পারে।

সেই পদাধিকারীদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা তাদের এই আশ্বাস দিয়ে যে আইনসভা বা নির্বাহী কেউই তাদের আর্থিক অসচ্ছলতা থেকে দূরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না, তা নির্বিশেষে প্রতিটি পদের অধিষ্ঠিত ব্যক্তি কর্তৃক সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় নেওয়া সিদ্ধান্ত আইনসভা বা নির্বাহী উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক। [অনুচ্ছেদ ২০] [১০৬২-সি-এফ]

১.৩.সংবিধানে কিছু সাংবিধানিক আধিকারিকদের জন্য পেনশন প্রদানের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এবং অন্যদের জন্য নয়, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না যে সংবিধান তার নীরবতার মাধ্যমে সেই সাংবিধানিক আধিকারিকদের পেনশন প্রদান নিষিদ্ধ করে। প্রতিটি সাংবিধানিক পদধারী সংবিধান বা তাদের ক্ষমতা ও কর্তব্যের সাথে প্রাসঙ্গিক আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা ও কর্তব্য অনুসারে কাজ করে। সংবিধানের নির্মাতারা বিশ্বাস করতেন যে নির্দিষ্ট কিছু পদের জন্য উচ্চতর মাত্রার সুরক্ষার প্রয়োজন, তাদের পদের বক্তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত বৃহত্তর মাত্রার স্বাধীনতার বিষয়টি বিবেচনা করে।নির্মাতারা ইতিহাস এবং এই ধরনের পদধারীদের বশীভূত করার জন্য ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার কথা জানতেন। অতএব, তাদের কার্যকালের বিভিন্ন দিক এবং তাদের পদের জন্য প্রাসঙ্গিক পরিষেবার অন্যান্য শর্তের ক্ষেত্রে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যখন সাংসদদের কথা আসে, তবে, এই ধরনের উচ্চতর স্তরের সাংবিধানিক সুরক্ষা স্পষ্টতই ক্রমবদ্ধ করা হয় না কারণ আইন তৈরির কর্তৃত্ব কেবল তাদের উপর নির্ভর করে। [অনুচ্ছেদ ২১] [১০৬২-এইচ; ১০৬৩-এ-সি]

১.৪.সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কোনও ব্যক্তিকে যে শর্তাবলীর অধীনে নিয়োগ করা হয় বা নির্বাচিত করা হয়, তা নীতিগত পছন্দের বিষয়। উপযুক্ত আইনসভা হবে-এই শর্তগুলি নির্ধারণের জন্য সাংবিধানিকভাবে মনোনীত কর্তৃপক্ষ। সাংবিধানিক আইনে এটি খুব ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে আইনসভার নীতি নির্বাচন করার ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা আরোপিত সীমাবদ্ধতার দ্বারা সীমাবদ্ধ, একটি স্পষ্ট বিধান দ্বারা বা সংবিধানের পরিকল্পনার ফলে উদ্ভূত প্রয়োজনীয় প্রভাব দ্বারা সীমাবদ্ধ। সংবিধান দ্বারা যা নিষিদ্ধ নয় তা আইনসভার জন্য অনুমোদিত। [অনুচ্ছেদ ২২] [১০৬৩-ডি-ই]

১.৫.আপিলকারীদের এই যুক্তিতে ভুল রয়েছে যে একজন রাজ্য কর্মচারীকে তার অবসর গ্রহণের পর পেনশন দেওয়া হয় এবং

লোক প্রহরী, সাধারণ সচিব এস. এন. শুক্লা এর দ্বারা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এর সচিব এর মাধ্যমে ১০৫৩

যেহেতু সংসদ সদস্যরা রাজ্যের কর্মচারী নন, তাই তারা পেনশন পাওয়ার অধিকারী নন এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্যদের পেনশন প্রদানের জন্য সংসদেরও কোনো যোগ্যতা নেই। উপরোক্ত দাখিল এই নিশ্চয়তা দেয় যে পেনশন কেবল রাজ্যের প্রাক্তন কর্মচারীদেরই প্রদেয় এবং অন্য কারও নয়। এই ধরনের দাখিল এই কারণে উদ্ভূত হয় যে রাজ্যের প্রাক্তন কর্মচারীদের দেওয়া কিছু অর্থকে পেনশন বলা হয় এবং আপিলকারীদের এই ভুল ধারণা রয়েছে যে 'পেনশন' অভিব্যক্তির কেবল একটি অর্থ থাকতে পারে। রাজ্য কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন অন্যান্য প্রকার অর্থ প্রদান রয়েছে যাকে 'পেনশন' বলা হয়, যেমন, বৃদ্ধ বয়সের পেনশন, বিধবা পেনশন এবং প্রতিবন্ধী পেনশন ইত্যাদি। [অনুচ্ছেদ ২৪] [১০৬৪-এ-সি]

১.৬.সপ্তম তফসিলের তালিকা-I এর ৭৩ নং অনুচ্ছেদের অধীনে উল্লিখিত সংসদ সদস্যদের "ভাতা" অভিব্যক্তিটি সংসদ সদস্য বা প্রাক্তন সংসদ সদস্যদের বিতর্কিত বিধানগুলির আওতায় থাকা "পেনশন" এবং অন্যান্য সুবিধাগুলির অর্থ প্রদানকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট ব্যাপক। অন্যথায়ও তালিকা-I এর ৯৭ নং অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদের কর্তৃত্ব বিতর্কিত আইনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট ব্যাপক। [অনুচ্ছেদ ২৭] [১০৬৪-এফ-জি]

১.৭.এই প্রশ্নগুলি সংসদের প্রজ্ঞা, আইন প্রণয়ন নীতির পছন্দ/পরিবর্তনের কক্ষপথে রয়েছে যে বিতর্কিত বিধানগুলির অধীনে তৈরি বিভিন্ন সুবিধাগুলি কিছু সংসদ সদস্যের ধনী আর্থিক অবস্থা বা লক্ষ লক্ষ জনসংখ্যার দারিদ্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে যুক্তিসঙ্গত কিনা ইত্যাদি। কমন কজ-এর রায়ে যেমন বলা হয়েছে, এগুলি বিচারযোগ্য বিষয় নয়। [অনুচ্ছেদ ৩১] [১০৬৬-এ-বি]

কমন কজ, একটি নিবন্ধিত সোসাইটি বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (২০০২) ১ এসসিসি ৮৮ : [২০০১] ৫ সম্পূরক এসসিআর ৩২৩ – অনুসরণ করা হয়েছে।

ডাঃ পি. নাল্লা থাম্পি তেরাহ বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা (১৯৮৫) সম্পূরক এসসিসি ১৮৯ : [১৯৮৫] সম্পূরক এসসিআর ৬২২; কেরালা রাজ্য বনাম এন.এম. থমাস, (১৯৭৬) ২ এসসিসি ৩১০ : [১৯৭৬] ১ এসসিআর ৯০৬; কর্ণাটক রাজ্য বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (১৯৭৭) ৪ এসসিসি ৬০৮ : [১৯৭৮] ২ এসসিআর ১ – নির্ভর করা হয়েছে।

ম্যাককুলোক বনাম মেরিল্যান্ড, ৪ হুইট. ৩১৬, ৪২৫-৪৩৭, ৪ এল.এড. ৫৭৯ (১৮১৯); আলাগাপ্পুরাম আর. মোহনরাজ ও অন্যান্যরা বনাম তামিলনাড়ু বিধানসভা, (২০১৬) ৬ এসসিসি ৮২ : [২০১৬] ৬ এসসিআর ৬১১ – উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার উদ্‌ধৃতি

[২০০১] ৫ সাপ্ল. এসসিআর ৩২৩	অনুচ্ছেদ ৩	অনুসরণ করা হয়েছে
[১৯৭৬] ১ এসসিআর ৯০৬	অনুচ্ছেদ ২২	নির্ভর করা হয়েছে
[১৯৭৮] ২ এসসিআর ১	অনুচ্ছেদ ২২	নির্ভর করা হয়েছে
[২০১৬] ৬ এসসিআর ৬১১	অনুচ্ছেদ ২৫	উল্লেখ করা হয়েছে
[১৯৮৫] সাপ্ল. এসসিআর ৬২২	অনুচ্ছেদ ৩১	নির্ভর করা হয়েছে

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৩৭৯৮।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চের ২০.০৪.২০১৬ তারিখের বিতর্কিত রায় ও আদেশ থেকে, পিআইএল দেওয়ানী বিবিধ রিট পিটিশন নং ১৬২০ (এমবি) নং ১৬২০/২০০৪।

এস. এন. শুক্লা, স্ব-ব্যক্তিগত আবেদনকারী।

শ্রীমতী কামিনী জাইসওয়াল, কু. শ্রুতি দত্ত, যতিন্দর পাল সিং, সুয়াশ শ্রীবাস্তব, কু. রানী মিশ্র, আইনজীবীগণ আপিলকারীদের পক্ষে।

কে. কে. ভেনুগোপাল, অ্যাটর্নি জেনারেল, শিব মঙ্গল শর্মা, অতিরিক্ত আইনজীবী জেনারেল, অজিত কুমার সিনহা, প্রবীণ আইনজীবী, রোহিত ভাট, কু. অলঙ্কৃতা সিনহা, সারদ কুমার সিংহানিয়া, বি. ভি. বালারাম দাস, বি. কৃষ্ণ প্রসাদ, কু. মনিষা হান্দা, মোহিত ডি. রাম, আইনজীবীগণ উতরদাতাদের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

চেলামেশ্বর, বিচারপতি। ১. অনুমতি মঞ্জুর করা হলো।

২. এই আপিল একটি রিট পিটিশনের ফলস্বরূপ উদ্‌ভূত হয়েছে যা সংসদ সদস্যদের বেতন, ভাতা ও পেনশন আইন, ১৯৫৪ (এরপর "আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর কিছু সংশোধনী[১]-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে বিরোধিতা করেছিল। বিরোধিতা করা বিধানগুলি সংসদ সদস্যদের (এরপর "সাংসদ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্যদের (এরপর "প্রাক্তন সংসদ সদস্য" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), এবং তাদের পত্নী/সঙ্গী/নির্ভরশীলদের (সম্মিলিতভাবে এরপর "সহযোগী" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) পেনশন এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদানের সাথে সম্পর্কিত। প্রথম আপিলকারী এলাহাবাদ হাইকোর্টে রিট পিটিশনে নিম্নলিখিত প্রার্থনাগুলি, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, চেয়েছিলেন:

১)২০০৩ সালের সংশোধনী আইন, ২০০৪ সালের ৯ নং আইন, ২০০৬ সালের ৪০ নং সংশোধনী আইন এবং ২০১০ সালের ৩৭ নং সংশোধনী আইনের মাধ্যমে।

লোক প্রহরী, সাধারণ সচিব এস. এন. শুক্লা এর দ্বারা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এর সচিব এর মাধ্যমে ১০৫৫

১. "ঘোষণা করা হোক যে ১৯৫৪ সালের ৩০ নং আইনের বিভিন্ন সংশোধনী আইনের বিধানাবলী, এবং বিশেষভাবে ২০০৪ সালের ৯ নং সংশোধনী আইন, এবং ২০০৬ সালের ৪০ নং সংশোধনী আইন এবং ২০১০ সালের ৩৭ নং সংশোধনী আইন, প্রাক্তন সংসদ সদস্য/নির্ভরশীলদের পেনশন/পারিবারিক পেনশন প্রদান, পত্নী ও অন্যান্য অ-সদস্যদের (সঙ্গী ছাড়াও) এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্যদের ভ্রমণ সুবিধা, সেইসাথে অব্যবহৃত টেলিফোন কল, বিদ্যুৎ ও জলের ইউনিটের কোটা সম্পর্কিত সুবিধাগুলির ধারাবাহিকতা সংবিধান এবং মূল আইনের পরিপন্থী।"

২. "উত্তরদাতা ১ থেকে ৪ কে প্রাক্তন সংসদ সদস্য/নির্ভরশীলদের পেনশন/পারিবারিক পেনশন প্রদান এবং উপরে ১-এ উল্লিখিত অন্যান্য সুবিধা প্রদান অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য একটি পরমাদেশ জারি করা হোক।"

৩. "অবৈধ পেনশন/পারিবারিক পেনশন প্রাপকদের কাছ থেকে তা পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দেওয়া হোক।"

৩. হাইকোর্ট প্রথম আপিলকারীর উত্থাপিত সমস্ত যুক্তি নাকচ করে রিট পিটিশন খারিজ করে, এই রায় দিয়ে যে কমন কজ, এ রেজিস্টার্ড সোসাইটি বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন[২] (এরপর "কমন কজ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) মামলায় এই আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আর নতুন নয়, যেখানে এই আদালত রায় দিয়েছে যে প্রাক্তন সংসদ সদস্যদের জন্য পেনশন বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের রয়েছে এবং এর ফলস্বরূপ পেনশন প্রদানের শর্ত নির্ধারণের ক্ষমতাও তার রয়েছে। আইন প্রণয়নের ক্ষমতার প্রশ্নে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের সাথে আমরা সম্পূর্ণভাবে একমত।

৪. যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া এখনও বাকি তা হল প্রাক্তন সংসদ সদস্য ও তাদের সহযোগীদের অনুকূলে বিভিন্ন অধিকার এবং সংসদ সদস্যদের কিছু অন্যান্য সুবিধা সৃষ্টিকারী বিতর্কিত সংশোধনীগুলির কোনটি বৈষম্যমূলক হওয়ায় ভারতের সংবিধান, ১৯৫০-এর ১৪ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী কিনা। আপিলকারীর বক্তব্য ছিল যে কমন কজ মামলায় এই বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবে, হাইকোর্ট এই মত পোষণ করে যে ১৪ অনুচ্ছেদের উপর আক্রমণ কমন কজ দ্বারা আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৫. আমাদের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে কমন কজ সেখানকার আবেদনকারীর যুক্তি৩ নোট করেছিল যে আইনটি ১৪ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী, তবে, বিষয়টি নিয়ে কোনও আলোচনা বা

---

২)(২০০২) ১ এস. সি. সি ৮৮

৩)"০৫, আবেদনকারী ১৯৯৩ সালের ডব্লিউ. পি (সি) নং ২৪৬-এ 'ব্যক্তিগতভাবে, ১৪ অনুচ্ছেদের বিধানগুলিতে উপস্থিত হয়ে উল্লেখ করেছিলেন এবং এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে বিচারকদের মতো নয়, যখন তাঁরা' অভিশংসনের প্রক্রিয়ার অধীন ছিলেন না 'তখন তাঁদের পেনশন দিয়ে সংসদ সদস্যদের পক্ষে বৈষম্য করা হয়েছিল।"

প্রশ্নের উপর কোনও বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত[৪] ছিল না।অতএব, দাখিল করা হয়েছে যে হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ভুল করেছে যে বিতর্কিত বিধানগুলির বিরোধিতা অগ্রহণযোগ্য। আমরা বর্তমান মামলায় আমাদের পরীক্ষা কমন কজ মামলার পর আনা বিভিন্ন সংশোধনীর সাংবিধানিকতার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ রাখব, আইন প্রণয়নের যোগ্যতা ছাড়া অন্য তলানি-এর ভিত্তিতে।

৬. এর উত্তর দেওয়ার জন্য, আমরা সংবিধানের বিভিন্ন সাংবিধানিক পদ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন বিধানের বিশ্লেষণ দিয়ে শুরু করতে পারি, কারণ এই বিধানগুলির মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট সাংবিধানিক পদের ক্ষেত্রে পেনশন প্রদানের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে, যেখানে সংবিধান দ্বারা সৃষ্ট অন্যান্য বিভিন্ন পদের ক্ষেত্রে কোনও সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই।

৭. ৫৯(৩) অনুচ্ছেদ[৫] নির্দিষ্ট করে যে রাষ্ট্রপতি এমন 'পারিশ্রমিক, ভাতা ও বিশেষাধিকারের অধিকারী হবেন যা সংসদ আইন দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে', যেখানে ১৫৮(৩) অনুচ্ছেদ রাজ্যপালের জন্য একই কথা নির্দিষ্ট করে। অনুচ্ছেদগুলির কোনটিই পেনশন প্রদানের কোনও উল্লেখ করে না। তবে, রাষ্ট্রপতির পারিশ্রমিক ও পেনশন আইন, ১৯৫১-এর ২ ধারা অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করে।[৬]

---

৪)"৭. আমাদের সামনে মূল প্রশ্নটি হল যোগ্যতার, অর্থাৎ উক্ত ধারা ৮-ক প্রণয়নের জন্য সংসদের যোগ্যতা। তালিকা ১-এর ৭৩ নং অনুচ্ছেদে আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ আমরা নিশ্চিত যে অবশিষ্ট অনুচ্ছেদ ৯৭ দ্বারা সংসদকে এই যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে এবং ১০৬ অনুচ্ছেদে বা অন্য কোথাও এমন কোনো বিধান নেই যা সংসদ সদস্যদের পেনশন প্রদানকে বাধা দেয়।"

৫)অনুচ্ছেদ ৫৯(৩)। রাষ্ট্রপতির পদের শর্তাবলী।— রাষ্ট্রপতি বিনা ভাড়ায় তার সরকারি বাসভবন ব্যবহারের অধিকারী হবেন এবং তিনি এমন পারিশ্রমিক, ভাতা ও বিশেষাধিকারের অধিকারী হবেন যা সংসদ আইন দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে এবং যতক্ষণ না সেই বিষয়ে বিধান তৈরি করা হয়, ততক্ষণ দ্বিতীয় তফসিলে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক, ভাতা ও বিশেষাধিকারের অধিকারী হবেন।

৬)ধারা ২। (১) অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিদের পেনশন।— প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি তার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে বা পদত্যাগ করার কারণে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অব্যাহতি লাভ করেন, তাকে তার জীবদ্দশার জন্য বার্ষিক ছয় লক্ষ বিশ হাজার টাকা পেনশন প্রদান করা হবে। [(২) এই বিষয়ে প্রণীত কোনো বিধি সাপেক্ষে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার জীবদ্দশার জন্য অধিকারী হবেন—

(ক) বিনা ভাড়ায় একটি সজ্জিত বাসভবন (এর রক্ষণাবেক্ষণ সহ), একটি টেলিফোন এবং একটি মোটর গাড়ি বিনামূল্যে ব্যবহার করার অথবা বিধিগুলিতে নির্দিষ্ট গাড়ি ভাতা পাওয়ার;

(খ) একজন ব্যক্তিগত সচিব, একজন ব্যক্তিগত সহকারী এবং একজন পিয়ন সমন্বিত সচিবালয় কর্মী এবং বার্ষিক বারো হাজার টাকার বেশি নয় এমন অফিস খরচ;

(গ) বিনামূল্যে চিকিৎসা ও চিকিৎসা পরিষেবা;

(ঘ) একজন সঙ্গী সহ ভারতের যে কোনও স্থানে বিমান, রেল বা স্টিমারে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে ভ্রমণ করার। ব্যাখ্যা।— এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যে "বাসভবন"-এর অর্থ মন্ত্রীগণের বেতন ও ভাতা আইন, ১৯৫২-এ প্রদত্ত অর্থ হবে।]

৮. ৭৫(৬) অনুচ্ছেদ[৭] এবং ১৬৪(৫) অনুচ্ছেদ যথাক্রমে মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতার কথা বলে, যা সংসদ ও রাজ্য আইনসভা আইন দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে।

৯. ৯৭ অনুচ্ছেদ[৮] এবং ১৮৬ অনুচ্ছেদ [৯] যথাক্রমে সংসদের ও রাজ্য আইনসভাগুলির সভাপতি ও উপ-সভাপতি এবং অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের 'বেতন ও ভাতা' প্রদানের ব্যবস্থা করে। উপরাষ্ট্রপতির পেনশন আইন, ১৯৯৭-এ রাষ্ট্রপতির অনুরূপ পেনশন ও অবসর-পরবর্তী সুবিধা প্রদানের অভিন্ন বিধান রয়েছে।[১০]

১০. সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদ সদস্যরা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে

---

৭)অনুচ্ছেদ ৭৫। মন্ত্রীদের অন্যান্য বিধানাবলী— (৬) মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা এমন হবে যা সংসদ সময়ে সময়ে আইন দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে এবং যতক্ষণ না সংসদ তা নির্ধারণ করে, ততক্ষণ দ্বিতীয় তফসিলে নির্দিষ্ট করা হবে।

৮)অনুচ্ছেদ ৯৭। সভাপতি ও উপ-সভাপতি এবং অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বেতন ও ভাতা।— রাজ্য পরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতি এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে এমন বেতন ও ভাতা প্রদান করা হবে যা সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা যথাক্রমে নির্ধারিত হবে এবং যতক্ষণ না সেই বিষয়ে বিধান তৈরি করা হয়, ততক্ষণ দ্বিতীয় তফসিলে নির্দিষ্ট বেতন ও ভাতা প্রদান করা হবে।

৯)অনুচ্ছেদ ১৮৬। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং সভাপতি ও উপ-সভাপতির বেতন ও ভাতা।— বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং বিধান পরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতিকে এমন বেতন ও ভাতা প্রদান করা হবে যা রাজ্য আইনসভা কর্তৃক আইন দ্বারা যথাক্রমে নির্ধারিত হবে এবং যতক্ষণ না সেই বিষয়ে বিধান তৈরি করা হয়, ততক্ষণ দ্বিতীয় তফসিলে নির্দিষ্ট বেতন ও ভাতা প্রদান করা হবে।

১০)ধারা ২। অবসরপ্রাপ্ত উপরাষ্ট্রপতিদের পেনশন।— (১) প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি তার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে বা পদত্যাগ করার কারণে উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে অব্যাহতি লাভ করেন, তাকে তার জীবদ্দশার জন্য মাসিক [উপরাষ্ট্রপতির বেতনের পঞ্চাশ শতাংশ হারে] পেনশন প্রদান করা হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী বা অন্য কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন অথবা সংসদ সদস্য থাকাকালীন এবং ভারত বা কোনো রাজ্যের একত্রিত তহবিল থেকে বেতন ও ভাতা গ্রহণ করার সময় কোনো পেনশন পাওয়ার অধিকারী হবেন না।

(১ক) যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়—

(ক) উপরাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন, অথবা

(খ) তার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে বা পদত্যাগ করার কারণে উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে অব্যাহতি লাভের পর, তার পত্নীকে তার জীবদ্দশার জন্য অবসরপ্রাপ্ত উপরাষ্ট্রপতির প্রাপ্য পেনশনের পঞ্চাশ শতাংশ হারে পারিবারিক পেনশন প্রদান করা হবে।

সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত 'বেতন ও ভাতা' পাওয়ার অধিকারী হবেন।[১১] পেনশন প্রদানের কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই।

১১. অন্যদিকে, ১২৫(২) অনুচ্ছেদের শর্তাংশ[১২] এবং ২২১(২) অনুচ্ছেদের শর্তাংশ[১৩] যথাক্রমে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের পেনশন প্রদানের সুস্পষ্ট উল্লেখ করে।

১২. ১৪৮(৩) অনুচ্ছেদ[১৪] অনুসারে কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেলের বেতন এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। এর শর্তাংশে পেনশন প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেলের (কর্তব্য, ক্ষমতা ও চাকরির শর্তাবলী) আইন, ১৯৭১-

---

১১)অনুচ্ছেদ ১০৬। সদস্যদের বেতন ও ভাতা।— সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যরা এমন বেতন ও ভাতা পাওয়ার অধিকারী হবেন যা সংসদ সময়ে সময়ে আইন দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে এবং যতক্ষণ না সেই বিষয়ে বিধান তৈরি করা হয়, ততক্ষণ এমন হারে এবং এমন শর্তে ভাতা পাবেন যা এই সংবিধান শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ভারতের অধিরাজ্যের গণপরিষদের সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল।

১২)অনুচ্ছেদ ১২৫। বিচারপতিদের বেতন ইত্যাদি।— (২) প্রত্যেক বিচারপতি এমন বিশেষাধিকার ও ভাতা এবং ছুটি ও পেনশন সংক্রান্ত এমন অধিকারের অধিকারী হবেন যা সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা সময়ে সময়ে নির্ধারিত হতে পারে এবং যতক্ষণ না তা নির্ধারিত হয়, ততক্ষণ দ্বিতীয় তফসিলে নির্দিষ্ট বিশেষাধিকার, ভাতা ও অধিকারের অধিকারী হবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিচারপতির বিশেষাধিকার বা ভাতা অথবা ছুটি বা পেনশন সংক্রান্ত অধিকার তার নিয়োগের পর তার ক্ষতির জন্য পরিবর্তন করা যাবে না।

১৩)অনুচ্ছেদ ২২১। বিচারপতিদের বেতন ইত্যাদি।— (২) প্রত্যেক বিচারপতি এমন ভাতা এবং ছুটি ও পেনশন সংক্রান্ত এমন অধিকারের অধিকারী হবেন যা সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা সময়ে সময়ে নির্ধারিত হতে পারে এবং যতক্ষণ না তা নির্ধারিত হয়, ততক্ষণ দ্বিতীয় তফসিলে নির্দিষ্ট ভাতা ও অধিকারের অধিকারী হবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিচারপতির ভাতা অথবা ছুটি বা পেনশন সংক্রান্ত অধিকার তার নিয়োগের পর তার ক্ষতির জন্য পরিবর্তন করা যাবে না।

১৪) অনুচ্ছেদ ১৪৮। ভারতের কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল।— (৩) কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেলের বেতন এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী এমন হবে যা সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে এবং যতক্ষণ না তা নির্ধারিত হয়, ততক্ষণ দ্বিতীয় তফসিলে নির্দিষ্ট করা হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেলের বেতন অথবা ছুটি, পেনশন বা অবসর গ্রহণের বয়স সংক্রান্ত অধিকার তার নিয়োগের পর তার ক্ষতির জন্য পরিবর্তন করা যাবে না।

তার পদত্যাগের পর পেনশন প্রদানের বিভিন্ন বিধান রয়েছে।[১৫]

১৩. ৩২২ অনুচ্ছেদ[১৬] ঘোষণা করে যে সরকারি কর্ম কমিশনের ব্যয় ভারতের একত্রিত তহবিলের উপর ধার্য করা হবে এবং এই ব্যয়ের মধ্যে কমিশনের সদস্য বা কর্মীদের প্রদেয় বা তাদের ক্ষেত্রে প্রদেয় "বেতন, ভাতা ও পেনশন" অন্তর্ভুক্ত।

১৪. ৩২৪(৫) অনুচ্ছেদ[১৭] অনুসারে "নির্বাচন কমিশনারদের চাকরির শর্তাবলী এবং কার্যকালের মেয়াদ এমন হবে যা রাষ্ট্রপতি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করতে পারেন।" যদিও সংবিধান নির্বাচন কমিশনারদের পেনশন প্রদান সম্পর্কে নীরব, তবে নির্বাচন কমিশন

---

১৫)ধারা ৬। পেনশন।— কোনো ব্যক্তি যিনি পদত্যাগ করে কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেলের পদ ত্যাগ করেন, পদত্যাগের পর, কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল হিসাবে তার প্রতি সম্পূর্ণ বছরের চাকরির জন্য বার্ষিক দুই হাজার টাকা হারে পেনশন পাওয়ার যোগ্য হবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (৩)-এ উল্লিখিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারার অধীনে প্রাপ্য মোট পেনশন, তার পেনশনের কম্যুটেড অংশ সহ (যদি থাকে), এবং অবসরকালীন গ্র্যাচুইটির পেনশন সমতুল্য (যদি থাকে) যা তিনি কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল হিসাবে পদ গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে যে পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সেই পরিষেবার জন্য প্রযোজ্য বিধি অনুসারে প্রাপ্য হতেন, বার্ষিক পনেরো হাজার টাকা বা উপ-ধারা (২) বা উপ-ধারা (৩)-এর শর্তাংশে উল্লিখিত উচ্চতর পেনশন, যেটি প্রযোজ্য হয়, তার বেশি হবে না।

১৬)অনুচ্ছেদ ৩২২। সরকারি কর্ম কমিশনের ব্যয়

কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি কর্ম কমিশনের ব্যয়, কমিশনের সদস্য বা কর্মীদের প্রদেয় বা তাদের ক্ষেত্রে প্রদেয় কোনো বেতন, ভাতা ও পেনশন সহ, ভারতের একত্রিত তহবিল বা, ক্ষেত্র অনুযায়ী, রাজ্যের একত্রিত তহবিলের উপর ধার্য করা হবে।

১৭)অনুচ্ছেদ ৩২৪। নির্বাচন কমিশনের উপর নির্বাচন পরিচালনা, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ন্যস্ত করা

(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচন কমিশনার ও আঞ্চলিক কমিশনারদের চাকরির শর্তাবলী এবং কার্যকালের মেয়াদ এমন হবে যা রাষ্ট্রপতি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করতে পারেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের মতো পদ্ধতিতে এবং অনুরূপ কারণে ছাড়া তার পদ থেকে অপসারণ করা যাবে না এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের চাকরির শর্তাবলী তার নিয়োগের পর তার ক্ষতির জন্য পরিবর্তন করা যাবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনার বা কোনো আঞ্চলিক কমিশনারকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সুপারিশ ছাড়া তার পদ থেকে অপসারণ করা যাবে না।

(নির্বাচন কমিশনারদের চাকরির শর্তাবলী ও কার্য পরিচালনা) আইন, ১৯৯১-এর ৬ ধারায় নির্বাচন কমিশনারদের পেনশন প্রদানের বিধান রয়েছে যা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের প্রদেয় পেনশনের সমান।[১৮]

১৫. সাংবিধানিক কাঠামো থেকে দেখা যায় যে কোনো সাংবিধানিক পদের ক্ষেত্রেই পেনশন প্রদানের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশিকা নেই। তবে, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল সম্পর্কিত অনুচ্ছেদগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাদের কার্যকালে প্রদেয় পেনশন পরিবর্তন করা যাবে না। এর অর্থ হল, তাদের নিয়োগের সময় যদি উক্ত পদগুলির কোনোটির পদাধিকারীর চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কিত আইনে পেনশন প্রদানের বিধান থাকে, তবে আইনের সেই বিধান পদাধিকারীর ক্ষতির জন্য পরিবর্তন করা যাবে না।

১৬. বিরধিতাকৃত বিধানগুলি দুটি শ্রেণীতে পড়ে (i) যে বিধানগুলি সংসদ সদস্য ও তাদের সহযোগীদের বিনামূল্যে ভ্রমণের অধিকার ইত্যাদি প্রদান করে; এবং (ii) যে বিধানগুলি প্রাক্তন সংসদ সদস্য ও তাদের সহযোগীদের পেনশন এবং বিনামূল্যে ভ্রমণের অধিকার ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করে।

<u>বিরধিতাকৃত বিধানাবলী:</u>

১৭. আইনের ৮-ক ধারা[১৯] (i) প্রাক্তন সংসদ সদস্যদের এবং (ii) তাদের মৃত্যুর পর, তাদের নিজ নিজ পত্নীদের পেনশন প্রদান করে। ৮-কগ ধারা[২০] সংসদ সদস্যের মৃত্যুর পর তার পত্নীকে পারিবারিক পেনশন প্রদান করে।

১৮) ধারা ৬। নির্বাচন কমিশনারদের প্রদেয় পেনশন।

(২) প্রধান নির্বাচন কমিশনার [বা কোনো নির্বাচন কমিশনার] [উপ-ধারা (৩)]-এ নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতিতে বা পদত্যাগ করে পদত্যাগ করলে, তিনি পদত্যাগের পর নিম্নলিখিতগুলির অধিকারী হবেন:

(ক) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের (চাকরির শর্তাবলী) আইন, ১৯৫৮-এর তফসিলের তৃতীয় অংশের বিধান অনুসারে, সময়ে সময়ে সংশোধিত, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির প্রদেয় পেনশনের সমান পেনশন; এবং

(খ) উক্ত আইন এবং তার অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে, সময়ে সময়ে সংশোধিত, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের প্রাপ্য পেনশন (পেনশনের নগদীকরণ সহ), পারিবারিক পেনশন এবং গ্র্যাচুইটি।

১৯)ধারা ৮ক। (১) ২০০৯ সালের ১৮ই মে তারিখ থেকে কার্যকরভাবে, প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি অস্থায়ী সংসদ বা সংসদের যে কোনও কক্ষে কোনো মেয়াদের জন্য সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন তাকে মাসিক বিশ হাজার টাকা পেনশন প্রদান করা হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি অস্থায়ী সংসদ বা সংসদের যে কোনও কক্ষে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে সদস্য হিসাবে কাজ করে থাকেন, তবে তাকে পাঁচ বছরের অতিরিক্ত প্রতি বছরের জন্য মাসিক এক হাজার পাঁচশত টাকা অতিরিক্ত পেনশন প্রদান করা হবে:
ব্যাখ্যা। — এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যে "অস্থায়ী সংসদ"-এর মধ্যে সেই সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা সংবিধান শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ভারতের অধিরাজ্যের গণপরিষদ হিসাবে কাজ করেছিল।

২০)২০০৬ সালের ৪০ নং আইন দ্বারা সন্নিবেশিত – ১৫-৯-২০০৬ থেকে কার্যকর।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে মূলত প্রণীত ধারা ৮ক অনুযায়ী, পেনশন পাওয়ার যোগ্য হতে একজন সংসদ সদস্যকে সংসদে চার বছরের মেয়াদ পূর্ণ করতে হত। কিন্তু ২০০৪ সালের ৯ নং সংশোধনী আইন দ্বারা তা পূর্বাহ্নিক প্রভাব সহ বাতিল করা হয়।

আইনের ৬খ(১) ধারা[২১] সকল সংসদ সদস্যকে পত্নী/সঙ্গী সহ ভারতের যে কোনও স্থান থেকে ভারতের যে কোনও স্থানে ট্রেনে সীমাহীন ভ্রমণের অধিকার প্রদান করে। ৬খ(২) ধারা[২২] সংসদ সদস্যের স্বাভাবিক বাসস্থান থেকে দিল্লি এবং ফেরত বছরে ৮টি পর্যন্ত বিমান যাত্রা প্রদান করে যখন সংসদ অধিবেশন থাকে এবং সংসদ সদস্যের পত্নীকে বছরে যে কোনও সময় প্রথম শ্রেণীর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় সীমাহীন ট্রেন ভ্রমণের সুবিধা দেয়। ৮কক ধারা[২৩] প্রাক্তন সংসদ সদস্য এবং তাদের সহযোগীদের ভ্রমণের সুবিধা প্রদান করে। এটি প্রাক্তন সংসদ সদস্যের সাথে সকল ট্রেন যাত্রায় একজন ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট এবং পত্নী/সঙ্গী সহ ভারতের যে কোনও স্থান থেকে ভারতের যে কোনও স্থানে ট্রেনে সীমাহীন বিনামূল্যে ভ্রমণের সুবিধা দেয়।

১৮. নিম্নলিখিত তলানি-এর ভিত্তিতে বিধানগুলির বিরোধিতা করা হয়েছে:

(i) বিভিন্ন সাংবিধানিক পদাধিকারীদের প্রদেয় বেতন ও অন্যান্য ভাতা সম্পর্কিত সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত ভাষার বৈপরীত্য অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে সংবিধান সংসদ সদস্য ও প্রাক্তন সংসদ সদস্যদের পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের অনুমতি দেয় না;

(ii) সংবিধান প্রণেতারা স্পষ্টভাবে সংসদ সদস্যদের পেনশনের সুবিধা অস্বীকার করেছিলেন এবং তাই প্রাক্তন সংসদ সদস্য ও তাদের সহযোগীদের কোনো অবসর-পরবর্তী সুবিধা প্রদান করা তাদের সাথে তুলনীয় হবে যাদের পেনশন স্পষ্টভাবে সুরক্ষিত ছিল এবং যাদের এই সাংবিধানিক অধিকার অস্বীকার করা হয়েছিল তাদের একই স্তরে বিবেচনা করা সমতার অধিকারের লঙ্ঘন হবে;

(iii) বিতর্কিত বিধানগুলি অযৌক্তিক[২৪] এবং স্বেচ্ছাচারী কারণ তাদের নিজ নিজ মেয়াদ এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা না করে সকল প্রাক্তন সংসদ সদস্যদের পেনশন প্রদান জনস্বার্থের পরিপন্থী[২৫]; এবং;

---

২১) ১৯৯৯ সালের আইন ১৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

২২)২০১০ সালের আইন ৩৭ দ্বারা সন্নিবেশিত - ১-১০-২০১০ থেকে কার্যকর

২৩)২০০৪ সালের আইন ৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত - ১৫-৯-২০০৬ থেকে কার্যকর

২৪)এলাহাবাদ হাইকোর্টের সামনে ডাব্লিউ.পি.-তে আবেদনকারীর লিখিত দাখিল

২৫)আইডি।

(iv) করদাতা এবং দেশের কোটি কোটি দরিদ্র ও অভাবী মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, বিতর্কিত বিধানগুলি সংসদের আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের একটি অন্যায্য ও অযৌক্তিক প্রয়োগ।[২৬]

১৯. আমরা এখন মূল দাখিলটি পরীক্ষা করব - অনুচ্ছেদ ১০৬-এর নীরবতা প্রাক্তন সংসদ সদস্যদের পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা হিসাবে কাজ করে কিনা?

২০. আপিলকারীদের দাখিল এই ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে যে সংবিধানের কিছু বিধান এই আদালতের বিচারকদের মতো সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পেনশন প্রদানের নির্দেশ দেয়। আমরা ইতিমধ্যেই সংবিধানের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির ভাষা পরীক্ষা করেছি। আমরা এই মত পোষণ করি যে, সেই বিধানগুলির সঠিক ও যথাযথ ব্যাখ্যা অনুসারে, তারা পেনশন প্রদানের নির্দেশ দেয় না। তারা কেবল সেই পেনশনকে রক্ষা করে যা কোনও ব্যক্তিকে সেই পদগুলির মধ্যে কোনও একটিতে নিয়োগের তারিখে প্রযোজ্য প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনে প্রদেয়, এই ঘোষণা করে যে সেই শর্তটি তার নিয়োগের পরে কোনও ব্যক্তির ক্ষতির জন্য পরিবর্তন করা যাবে না।

তবে, এই ধরনের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পেনশন প্রদানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সেই পদগুলির সাথে প্রাসঙ্গিক সংবিধানের সামগ্রিক কাঠামোর প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্তর্নিহিতভাবে উদ্‌ভূত হতে পারে। সেই পদাধিকারীদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা তাদের এই আশ্বাস দিয়ে যে আইনসভা বা নির্বাহী কেউই তাদের আর্থিক অসচ্ছলতা থেকে দূরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না, তা নির্বিশেষে প্রতিটি পদের অধিষ্ঠিত ব্যক্তি কর্তৃক সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় নেওয়া সিদ্ধান্ত আইনসভা বা নির্বাহী উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক। আমরা দ্রুত যোগ করতে চাই যে এই বিষয়ে আমরা কোনো চূড়ান্ত আইনি ঘোষণা করছি বলে যেন মনে করা না হয়।

এই বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কেবল এটাই দেখানো যে আপিলকারীরা এই ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে শুরু করছেন যে সংবিধানের পাঠ্যে কিছু সাংবিধানিক পদের সাথে সম্পর্কিত পেনশন প্রদানের বাধ্যতামূলক সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

২১.আমাদের মতে, সংবিধানে কিছু নির্দিষ্ট সাংবিধানিক পদাধিকারীদের পেনশন প্রদানের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা এবং অন্যদের না থাকা, এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে না যে সংবিধান নীরব থেকে সেই সাংবিধানিক পদাধিকারীদের পেনশন প্রদান নিষিদ্ধ করে।

---

২৬) রিট পিটিশনের গ্রাউন্ড ডি

লোক প্রহরী, সাধারণ সচিব এস. এন. শুক্লা এর দ্বারা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এর সচিব এর মাধ্যমে ১০৬৩

প্রত্যেক সাংবিধানিক পদাধিকারী সংবিধান বা তাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্পর্কিত আইনের দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা ও কর্তব্য অনুসারে কার্য সম্পাদন করেন। সংবিধান প্রণেতারা বিশ্বাস করতেন যে কিছু পদে উচ্চতর মাত্রার সুরক্ষার প্রয়োজন, তাদের পদাধিকারীদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত বৃহত্তর মাত্রার স্বাধীনতার প্রতি লক্ষ্য রেখে। প্রণেতারা ইতিহাস এবং ক্ষমতাশালীদের দ্বারা এই ধরনের পদাধিকারীদের বশীভূত করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই, তাদের পদের সাথে প্রাসঙ্গিক কার্যকালের মেয়াদ এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাবলীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। তবে, যখন সংসদ সদস্যদের কথা আসে, তখন এমন উচ্চতর মাত্রার সাংবিধানিক সুরক্ষা স্পষ্টতই প্রয়োজন হয় না কারণ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেবল তাদের উপরই ন্যস্ত থাকে।

২২. শর্তাবলী সাপেক্ষে একজন ব্যক্তি সাংবিধানিক পদে নিযুক্ত বা নির্বাচিত হন তা নীতিগত পছন্দের বিষয়। উপযুক্ত আইনসভা সেই শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য সাংবিধানিকভাবে মনোনীত কর্তৃপক্ষ হবে। সাংবিধানিক আইনে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে নীতিগত পছন্দ করার আইনসভার ক্ষমতা কেবলমাত্র সংবিধান দ্বারা আরোপিত সীমাবদ্ধতা দ্বারা সীমাবদ্ধ, হয় কোনো সুস্পষ্ট বিধান দ্বারা অথবা সংবিধানের কাঠামোর থেকে উদ্ভূত প্রয়োজনীয় অন্তর্নিহিত অর্থের দ্বারা। ম্যাককুলোকের মামলা[২৭] থেকে শুরু করে এবং দীর্ঘ ধারাবাহিক বিচারিক ঘোষণার[২৮] দ্বারা অনুসরণ করা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে সংবিধান দ্বারা যা নিষিদ্ধ নয় তা আইনসভার জন্য অনুমোদিত।

২৩. উপরন্তু, যদি আমরা এই যুক্তি গ্রহণ করি যে যে সাংবিধানিক পদাধিকারীরা সংবিধানের পাঠ্য অনুসারে পেনশন পাওয়ার অধিকারী তারা পেনশন পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অধিকারী একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী গঠন করে, তবে এর ফলস্বরূপ সিএজি, সংসদ বা রাজ্য আইনসভার সভাপতি ও উপ-সভাপতি এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রীরা পেনশন থেকে বঞ্চিত হবেন।

---

২৭)**ম্যাককুলোক বনাম মেরিল্যান্ড, ৪ হুইট. ৩১৬, ৪২৫-৪৩৭, ৪ এল.এড. ৫৭৯ (১৮১৯):**

"কিন্তু আমরা মনে করি সংবিধানের সঠিক ব্যাখ্যা জাতীয় আইনসভাকে সেই উপায়গুলির ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা প্রদান করতে হবে যার মাধ্যমে এটি প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি কার্যকর করা হবে যা সেই সংস্থাকে জনগণের জন্য সবচেয়ে উপকারী উপায়ে তার উপর অর্পিত উচ্চ কর্তব্যগুলি পালন করতে সক্ষম করবে। লক্ষ্য বৈধ হোক, তা সংবিধানের পরিধির মধ্যে থাকুক, এবং সেই লক্ষ্যের জন্য উপযুক্ত, স্পষ্টভাবে অভিযোজিত, নিষিদ্ধ নয়, বরং সংবিধানের অক্ষর ও চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সমস্ত উপায় সাংবিধানিক।"

২৮)দেখুন কেরালা রাজ্য বনাম এন.এম. থমাস, (১৯৭৬) ২ এসসিসি ৩১০, অনুচ্ছেদ ১০৭; আরও দেখুন কর্ণাটক রাজ্য বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন, (১৯৭৭) ৪ এসসিসি ৬০৮, অনুচ্ছেদ ৬৯।

২৪. আপিলকারীদের আরেকটি যুক্তি হল, একজন রাজ্য কর্মচারীকে তার অবসর গ্রহণের পরই পেনশন দেওয়া হয়। যেহেতু সংসদ সদস্যরা রাজ্যের কর্মচারী নন, তাই তারা পেনশন পাওয়ার অধিকারী নন এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্যদের পেনশন প্রদানের জন্য সংসদেরও কোনো যোগ্যতা নেই। আমাদের মতে, উপরোক্ত দাখিলে ভুল রয়েছে, কারণ এটি এই নিশ্চয়তা দেয় যে পেনশন কেবল রাজ্যের প্রাক্তন কর্মচারীদেরই প্রদেয় এবং অন্য কারও নয়। এই ধরনের দাখিল এই কারণে উদ্‌ভূত হয় যে রাজ্যের প্রাক্তন কর্মচারীদের দেওয়া কিছু অর্থকে পেনশন বলা হয় এবং আপিলকারীদের এই ভুল ধারণা রয়েছে যে 'পেনশন' অভিব্যক্তির কেবল একটি অর্থ থাকতে পারে। রাজ্য কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন অন্যান্য প্রকার অর্থ প্রদান রয়েছে যাকে 'পেনশন' বলা হয়, যেমন, বৃদ্ধ বয়সের পেনশন, বিধবা পেনশন এবং প্রতিবন্ধী পেনশন ইত্যাদি।

২৫. আপিলকারীরা আলাগাপ্‌পুরাম আর. মোহনরাজ ও অন্যান্য বনাম তামিলনাড়ু বিধানসভা[২৯] মামলায় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে যুক্তি দিয়েছেন যে সংসদ সদস্যদের কার্যকলাপ ভারতের সংবিধানের ১৯(১)(ছ) অনুচ্ছেদে পরিকল্পিত "পেশা" নয় এবং তাই প্রাক্তন সংসদ সদস্য বা তাদের সহযোগীদের কোনো পেনশন দেওয়া যাবে না।

২৬. আমাদের মতে, এই যুক্তি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, কারণ এটি আবারও এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে যে আইনে 'পেনশন' অভিব্যক্তির কেবল একটি অর্থ রয়েছে। আলাগাপ্‌পুরাম আর. মোহনরাজ মামলায় এই আদালতের সামনে প্রশ্ন ছিল যে একজন বিধানসভা সদস্য ভারতের সংবিধানের ১৯(১)(ছ) অনুচ্ছেদের অর্থে কোনো পেশা করছেন কিনা। এই আদালত এটিকে ১৯(১)(ছ) অনুচ্ছেদের অধীনে পেশা নয় বলে রায় দেওয়া মানে এই নয় যে সংসদ যদি বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে উপযুক্ত মনে করে তবে সংসদ সদস্যদের এই ধরনের ভাতা প্রদান করতে নিষিদ্ধ।

২৭. আমাদের মতে, সপ্তম তফসিলের তালিকা-I এর ৭৩ নং অনুচ্ছেদের[৩০] অধীনে উল্লিখিত সংসদ সদস্যদের "ভাতা" অভিব্যক্তিটি সংসদ সদস্য বা প্রাক্তন সংসদ সদস্যদের বিতর্কিত বিধানগুলির আওতায় থাকা "পেনশন" এবং অন্যান্য সুবিধাগুলির অর্থ প্রদানকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট ব্যাপক। অন্যথায়ও তালিকা-I এর ৯৭ নং অনুচ্ছেদের[৩১] অধীনে সংসদের কর্তৃত্ব কমন কজের রায়ে যেমন বলা হয়েছে, বিতর্কিত আইনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট ব্যাপক।

---

২৯) (২০১৬) ৬ এসসিসি ৮২।

৩০) ভারতের সংবিধানের তালিকা-I এর ৭৩ নং অনুচ্ছেদ

"সংসদ সদস্যদের, রাজ্য পরিষদের সভাপতি ও উপ-সভাপতি এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বেতন ও ভাতা।"

৩১) ভারতের সংবিধানের তালিকা-১ এর ৯৭ নং অনুচ্ছেদ

"যেকোনো অন্য বিষয় যা তালিকা II বা তালিকা III-এ গণনা করা হয়নি, সেই তালিকাগুলিতে উল্লেখ করা হয়নি এমন কোনো কর সহ।"

২৮. এই প্রসঙ্গে, আপিলকারীদের ভুল ধারণা স্পষ্ট করার জন্য আমরা গণপরিষদের দুই বিশিষ্ট সদস্য, ডঃ বি.আর. আম্বেদকর এবং শ্রী কে.টি. শাহের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি।

২৯. ডঃ আম্বেদকর, ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পেনশন সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিতর্ক করার সময়, এই প্রশ্নের উপর আলোকপাত করেছিলেন: গণপরিষদ সংসদ সদস্যদের অবসর-পরবর্তী সুবিধাগুলি বাদ দিতে চেয়েছিল কিনা:

> "অতএব, সংশোধনীটি যে আকারে পেশ করা হয়েছে, তাতে আমি মনে করি না যে এটি কারও পক্ষে গ্রহণ করার মতো বাস্তব প্রস্তাব। তবে তিনি যে সাধারণ মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই যে, সংসদে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চাকরির পরে, রাষ্ট্রপতি সহ সদস্যদের কিছু ধরণের পেনশন পাওয়ার অধিকার থাকা উচিত, এবং আমি মনে করি এটি একটি প্রশংসনীয় ধারণা যা ব্রিটিশ সংসদে কার্যকর করা হয়েছে, এবং আমার কোনও সন্দেহ নেই যে আমাদের ভবিষ্যতের সংসদ এই বিষয়টি মনে রাখবে।"[৩২]
>
> [গুরুত্ব আরোপ করা হলো]

৩০. গভর্নররা পদত্যাগ করার পরে তাদের পেনশন প্রদানের জন্য একটি সুস্পষ্ট বিধান করা দরকার কিনা তা নিয়ে বিতর্ক করার সময়, শ্রী শাহ বলেছিলেন:

> "যারা এই উচ্চ স্তরে উঠেছেন তাদের জন্য এই ধরনের সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য সেই একই যা এখন সভ্য দেশগুলির প্রতিটি কর্মীকে একটি বৃদ্ধ বয়সের পেনশন, একটি পেনশন বা অবসর ভাতা প্রদান করে, যা কর্মজীবনে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট হবে বলে গণনা করা হবে। পেনশন হল স্থগিত বেতন, কর্মকালে কর্মীকে দেওয়া হয় না; এবং এখানেও সেই সাদৃশ্য প্রযোজ্য হবে। এটিও এক ধরনের কাজ - সম্ভবত তার সর্বোচ্চ প্রকার - যা রাষ্ট্র কর্তৃক সেই দলগুলির পৃথিবীর বাকি সময়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে অপ্রদানকৃত রাখা উচিত নয় যারা রাষ্ট্রের এত অসাধারণ সেবা করেছেন।"[৩৩]
>
> [গুরুত্ব আরোপ করা হলো]

---

৩২) ভারতের গণপরিষদ বিতর্ক, খণ্ড VII - খসড়া অনুচ্ছেদ ৪৮-এর উপর বিতর্ক, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮।

৩৩) ভারতের গণপরিষদ বিতর্ক, খণ্ড VIII - খসড়া অনুচ্ছেদ ১৩৫ক-এর উপর বিতর্ক, ৩১শে মে, ১৯৪৯।

৩১. আমরা এই মত পোষণ করি যে এই প্রশ্নগুলি সংসদের প্রজ্ঞা, আইন প্রণয়ন নীতির পছন্দ/পরিবর্তনের কক্ষপথে রয়েছে যে বিতর্কিত বিধানগুলির অধীনে তৈরি বিভিন্ন সুবিধাগুলি কিছু সংসদ সদস্যের ধনী আর্থিক অবস্থা বা লক্ষ লক্ষ জনসংখ্যার দারিদ্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে যুক্তিসঙ্গত কিনা ইত্যাদি। এগুলি বিচারযোগ্য বিষয় নয়। এই প্রসঙ্গে, আমরা ডঃ পি. নাল্লা থাম্পি তেরাহ বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্যরা[৩৪] মামলায় এই আদালত কর্তৃক প্রণীত নীতি উল্লেখ করতে পারি:

> "যদি আইনের বিধান সংবিধান লঙ্ঘন করে, তবে তা বাতিল করতে হবে। তবে, আমরা সেই নীতির অনুমোদন করি না যার উপর ভিত্তি করে আইনটি তৈরি হয়েছে, এই কারণে আমরা কোনো আইন বাতিল করতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ, আদালত কি ৯০ নং বিধি বাতিল করতে পারে এই যুক্তিতে যে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এক লক্ষ টাকার সীমা খুব বেশি? আমাদের নিজস্ব পছন্দ এবং ধারণা থাকতে পারে, তবে সেগুলি আইন বাতিল করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না।"

৩২. এই আপিলে একটি আইএ দাখিল করা হয়েছিল, যা নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। এটি ৫ নং উত্তরদাতা, ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দাখিল করা হয়েছিল, যারা পক্ষগণের তালিকা থেকে নিজেদের বাদ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে এই আপিলে তাদের কাছে কোনো প্রতিকার চাওয়া হয়নি এবং ৫ নং উত্তরদাতার কাছে কোনো নির্দেশও চাওয়া হয়নি, কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে একটি সাংবিধানিক বিরোধিতা।

আইএ মঞ্জুর করা হলো। ৫ নং উত্তরদাতাকে পক্ষগণের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হলো।

৩৩. উপরোক্তের পরিপ্রেক্ষিতে, আপিল খারিজ করা হলো, খরচ সম্পর্কে কোনো আদেশ নেই।

দিব্যা পাণ্ডে আপিল খারিজ করা হয়েছে।

---

৩৪) (১৯৮৫) সম্পূরক এস. সি. সি ১৮৯।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar